যায়যায়দিন

তারিখ ... 1 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

এনসিটিবির চেয়ারম্যানের অপসারণ ও দরপত্র বাতিলের দাবি

যায়যায়দি রিপোর্ট

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল উদ্দিনের অপসারণ ও এবতেদায়ি এবং দাখিল স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণে ওয়েব মেশিনের শর্তজুড়ে দেয়া দরপত্র বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতি।

শনিবার দুপুরে রাজধানীর একটি হোটেলে ২০১৩ সালের শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ দরপত্র নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটি এ দাবি জানায়।

সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের চেয়ারম্যান শহীদ সেরনীয়াবাত লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আ ফ ম শাহ আলম, তৌফিকুর সিদ্দিক, ওহিদুর রহমান টিপু, জহিরুল হক, আবদুর রহিম, এস এস শাহীন, মো. সেলিম, আব্দুল হাই, তোফায়েল আহমেদ, আজিজুর রহমান, মো. আলী, নুরুল ইসলাম, শামসুল ইসলাম প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এবতেদায়ী ও দাখিল স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য পূর্বের মতো করে দরপত্র আহ্বান করে মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ, যাতে করে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করতে পারে। দেশীয় মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় দরপত্রে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ। অথবা দেশীয় এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুল্ক বৈষম্য দূর করার দাবি জানানো হয়। দরপত্রে অংশগ্রহণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সনদ সংযুক্তি বাধ্যতামূলক এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ না রাখার দাবিও জানায়।

সংগঠনের চেয়ারম্যান শহীদ সেরনীয়াবাত বলেন, আন্তর্জাতিক দরপত্রে চার শতাংশ অগ্রিম আয়করসহ ৬১ শতাংশ শুল্ক ও অন্যান্য কর পরিশোধ করতে হয়। বিদেশি প্রতিষ্ঠান ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক যা বাংলাদেশ সরকারকে পরিশোধ করতে হয়। এ শুল্ক দরপত্রের মূল্যায়নে যোগ করা হয় না। দেশীয় এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুল্ক বৈষম্য দূর করার তিনি দাবি জানান।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের এবতেদায়ী এবং দাখিল স্তরের প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের জন্য দেশে ১৪টি ব্যান্ডের মেশিন থাকলেও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ওয়েব মেশিনের ব্যান্ড উল্লেখ করা হয়। ওয়েব মেশিন দেশে বর্তমানে ছয়টি রয়েছে।